২২।৭।২০০৪

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ০৩ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্স ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ২০ দফা নিয়ে রাজপথে

তায়েফুর রহমান, সাভার থেকে : সাভারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) পরিচালিত বাংলাদেশ হেলথ প্রফেসন্স ইনস্টিটিউট (বিএইচপিআই)-এর ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনালথেরাপি কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা তাদের ২০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এখনো রাজপথে রয়েছে। সপ্তাহের বেশিদিন ধরে আন্দোলন করে আসলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এখনো তাদের কোনো রফা হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ও চিকিৎসা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিএইচপিআই-এর ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপির শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তাদের বিষয়ভিত্তিক কোনো শিক্ষক নেই।শিক্ষক স্বল্পতার কারণে একই শিক্ষক কয়েকটি বিষয়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। তারপর অধিকাংশ শিক্ষকই যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। বিএসসি (অনার্স) কোর্সে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষক দ্বারা ক্লাস নেওয়া হয়। বিদেশী শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা সম্পর্কে ছাত্রদের কিছু জানানো হয় না। বারবার শিক্ষক পরিবর্তন করায় পড়াশুনায় তাদের খুব সমস্যা হয়। বিদেশী শিক্ষকদের আচরণ বর্ণবৈষম্যমূলক।

ছাত্রছাত্রীরা জানায়, তাদের কাছ থেকে ফি নিয়েও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইনস্টিটিউটের কোনো একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয় না। যার ফলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তারা ক্লাস, পরীক্ষা, রেজাল্ট, সাপ্লিমেন্টারি দুটিসহ অন্যান্য বিষয় জানতে পারে না। আগে জাতীয় দিবস বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও মাতৃভাষা দিবসে ইনস্টিটিউটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হতো না। ছাত্রদের আন্দোলনের পর তা শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের আরো অভিযোগ, কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে কারণে-অকারণে তাদের কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়। কখনো কখনো বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটে।

এ ধরনের সমস্যার সমাধানে ২০ দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি গত ৫ জুলাই ছাত্ররা অধ্যক্ষের কাছে পেশ করে। ৭ জুলাই স্মারকলিপির লিখিত জবাবের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ইনস্টিটিউটে অবস্থান ধর্মঘট করে। সিআরপির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভীতি-প্রদর্শন ও বহিষ্কারের হুমকি দেয় এবং আকস্মিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এরপর তাদের আর ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে পুনর্বাসনকেন্দ্রের প্যাডে লেখা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মারফত বিএইচপিআই-এর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল (অবঃ) ডা. মোঃ নূরুল হক জানিয়েছেন, উশৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীরা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কর্তৃপক্ষ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই।